Research Article

প্রতিধ্বনি the Echo

A journal of Humanities & Social Science
Published by: Dept. of Bengali
Karimganj College, Karimganj, Assam, India
Website: www.thecho.in

শৈলীগত অনুধাবনঃ প্রসঙ্গ শ্রীরাজমালা কাব্য

রূপশ্রী দেবনাথ
গবেষক, বাংলা বিভাগ, ত্রিপুরা বিশ্ববিদ্যালয়

Abstract

The main aim of this article is to explore the stylistic aspects of the famous chronicle of Tripura dynasty entitled ***Rajmala*** *which contains legends of the reign of kings of the small hilly state Tripura, written in the form of verse in 15th century. This famous historical chronicle always raises curiosity among the scholars as it is a rich source of historical information and document, not only about the kings and queens but also about the society, cultures, politics, and many more of the medieval era of Tripura. However, my concern in this article is to show how the stylistic aspects used in different verses of* ***Rajmala*** *are influenced by the stylistic features of medieval age. For example in that age the use of assonance and consonance in different texts was very prominent and* ***Rajmala*** *is no exception in this case. The main paper will contain examples of stylistic features used in* ***Rajmala.***

সাহিত্য সমালোচনায় 'শৈলীবিজ্ঞান' (Stylistics) এক অভিনব দিগ্‌দর্শন । ভাষাবিজ্ঞানের উদ্ভব যেমন ভাষার বিজ্ঞানমুখী আলোচনা থেকে, ঠিক তেমনি সাহিত্যের বস্তুনিষ্ঠ বৈজ্ঞানিক বিচার-বিশ্লেষণ থেকে শৈলীবিজ্ঞানের সূত্রপাত । যে কোনো সাহিত্যকর্মের রসোপলব্ধিতে রচনার শৈলীগত অনুধাবন বিশ্লেষণ আবশ্যক । তাই আধুনিক কালে সাহিত্যের শৈলী বিশ্লেষণ বিশেষ গুরুত্বলাভ করেছে । ১৮৪৬ সালে প্রচলিত অক্সফোর্ড ইংরেজি অভিধানে 'Stylistik' শব্দটির ব্যবহার দেখতে পাওয়া যায় (বাঙলা সাহিত্যপাঠ, পৃ.৪) । ইংরেজি Stylistics শব্দের অনুসরণে সৃষ্ট শৈলীবিজ্ঞান অভিধাটি বর্তমানে বাংলা ভাষাচর্চায় স্বীকৃত ও বহুল প্রচলিত । শৈলীবিজ্ঞানের বিশ্লেষণ পুরোপুরি বস্তুমুখী, রচনার সঙ্গে সম্পৃক্ত নানান তন্ময় (objective) উপাদানের সমাহারকেই তা প্রাধান্য দেয়, যেমন ধ্বনি, শব্দ, বাক্য, অর্থ এবং সমগ্র বয়ান । এতকাল ধরে চলে আসা সমালোচনার ধারা সাহিত্যকৃতির বিষয়বস্তু (content) আখ্যান, চরিত্র, সামাজিক পটভূমিকেই প্রাধান্য দিয়েছে । আর শৈলীবিজ্ঞান সমালোচকের এধরনের বিশ্লেষণে এক নতুন মাত্রার সংযোজন করেছে, তা হলো

রচনার ভাষা । প্রকৃতপক্ষে সাহিত্য হলো মূলত ভাষাশিল্প, ভাষার মতো সাহিত্যকৃতিরও নিজস্ব ব্যাকরণ রয়েছে, যা বর্তমানে বহুলভাবে স্বীকৃতি পেয়েছে । অধ্যাপক অভিজিৎ মজুমদার লিখেছেন - "... রচনার বিশ্লেষণ করতে গিয়ে ভাষা ও সাহিত্যের মধ্যে সেতুবন্ধ নির্মাণ করে চলে শৈলীবিজ্ঞান। ... যে ভাষায় লেখক লেখেন, সে ভাষার বিন্যাসে সামগ্রিকতার বুনোটে বাঁধা থাকে রচনার নানা অপরিহার্য উপাদান - রচনার বয়ানে (Text) নিহিত চরিত্র, প্লট, কাহিনি ইত্যাদি । সাহিত্য এবং ভাষার এই সম্পৃক্তির সুবাদে রচনার ভাষাবিচার, বয়ানের অনুপুঙ্খ বিশ্লেষণ প্রভৃতি শৈলীবিজ্ঞানের বিচার্য বিষয় হয়ে উঠেছে ।"(বাঙলা সা ত্যপাঠ, পৃ.৩) রচনার ভাষা এবং বুনোট বিশ্লেষণের মাধ্যমে রচনার লেখক, তাঁর সমকাল ও সমাজকে আবিষ্কার করা হয় শৈলীবিজ্ঞানের দ্বারা ।

কোনো রচনার বয়ানের নিবিড় পাঠের মধ্য দিয়ে সেই রচনার ভাষা বুনোটে অন্তঃশায়ী ধ্বনি, শব্দ, শব্দার্থ, বাক্যিক এবং সর্বোপরি অধিবাচনিক (discourse) বৈশিষ্ট্যের আবিষ্কার করা যায় শৈলীবিজ্ঞানের মাধ্যমে । শৈলীবিজ্ঞানের অন্যতম উদ্দেশ্য হলো, ভাষার বুনোটে লেখকের জটিল চিন্তা এবং অনুভূতি কিভাবে প্রতিফলিত হয় তার অন্বেষণ করা । ভাষার উপকরণ নির্বাচনের মধ্য দিয়ে শৈলীর প্রকৃত স্বরূপ চিহ্নিত হয় । অধ্যাপক বিপ্লব চক্রবর্তীর বলেছেন - "নানাভাবে ব্যাখ্যাত হলেও প্রধানত কোনো রচনার স্বভাব লক্ষণকেই শৈলী বলা হয়েছে । ভাষা ও উপাদান ব্যবহারের ওপর শৈলী নির্মাণ অনেকটাই নির্ভরশীল । এইজন্য শৈলী বিশ্লেষণ করার অর্থ হলো কোনো রচনার নির্মাণরীতি বিশ্লেষণ ।" (বুদ্ধিজীবীর নোটবই, পৃ. ৪২৯)

শৈলীবিজ্ঞানের সুবাদেই ভাষাবিজ্ঞান এবং সমালোচনা তত্ত্বের মধ্যে একটি সেতুবন্ধন গড়ে উঠেছে । ভাষাবিজ্ঞানের নিজস্ব পদ্ধতি কাজে লাগিয়ে শৈলীবিজ্ঞানী সাহিত্যের ভাষাশৈলী বিচার ও বিশ্লেষণ করেন । ভাষাই হলো সাহিত্যের শিল্পরূপ নির্মাণের প্রধান উপকরণ । ভাষার ধারাবাহিক শব্দমালার মধ্য দিয়ে লেখকের বক্তব্য ও অভিপ্রায়কে ধরা সম্ভব হয় । ভাষার শব্দমালার শারীরিক (ধ্বনিগত) এবং আভ্যন্তর (অর্থগত) সৌহার্দ্য লেখকের ভাবনা ও বেদনার অন্দরমহলে পৌঁছতে সাহায্য করে । রচনার ভাষা-শরীরের রূপ ও বিন্যাসের মধ্য দিয়ে শৈলীর প্রকৃত অবস্থান চিহ্নিত হয়ে যায় ।

ব্যক্তিভেদে শৈলীর ভিন্ন ভিন্ন রূপ লক্ষ্য করা গেলেও লেখক কিন্তু পুরোপুরি স্বাধীন নন । অনেক ক্ষেত্রে সমষ্টিগতভাবেও কোনো একটি শৈলী সাহিত্য বা শিল্প রচনায় অনুসৃত হয়ে থাকে । আবার যুগগতভাবেও কোনো শৈলী তাৎপর্যপূর্ণ হয়ে উঠতে পারে । যুগের প্রচলিত শৈলী রচনাকারকে অনেক সময় নিয়ন্ত্রণ করে থাকে । মধ্যযুগের বাঙালি কবিরা অনেকাংশে যুগের প্রচলিত শৈলীর দ্বারা পরিচালিত হয়েছেন । অধ্যাপক অভিজিৎ ভট্টাচার্য বলেছেন - "মধ্যযুগের বাঙলা কাব্যের পটভূমি সুবিস্তৃত । এই যুগ-পরিসীমায় রচিত সাহিত্যকর্মে সাধারণভাবে যে ভাষাশৈলী গড়ে উঠেছিলো, তাকে বলতে পারি যুগশৈলী (period) । (চণ্ডীমঙ্গল, সংগঠন ও শৈলীবিচার, পৃ.২১১) । তাই রচনার শৈলীর আলোচনায় ব্যক্তিশৈলীর (personal style) পাশাপাশি যুগশৈলী (group style) চিহ্নিত হওয়াটাও দরকার । কেন না শৈলীর ওপর যুগের নিয়ন্ত্রণ অনস্বীকার্য । আসলে স্টাইল যতটা ব্যক্তির ততটা সময়েরও বটে । এক একটা যুগ অনেক সময়ই একাধিক রচয়িতার সৃষ্ট সাহিত্যে নিয়ন্ত্রকের ভূমিকা পালন করে থাকে । লেখক অনেক সময় যুগের প্রচলিত শৈলীর দ্বারা পরিচালিত হন, আবার এও দেখা যায় আত্মসচেতন রচনাকার যুগশৈলীকে অতিক্রম করে নতুন এক শৈলীর নির্মাণ করতে সক্ষম হন । যুগ ও ব্যক্তির টানাপোড়নের সার্থক দৃষ্টান্ত মধ্যযুগের মঙ্গলকাব্য । শর্ত লঙ্ঘনের স্বাধীনতা তখন একেবারেই কম ছিল বলে অধিকাংশ কবির ব্যক্তিশৈলী যুগশৈলীর কাছে আত্ম-সমর্পণ করেছে ।

রাজন্য-পৃষ্ঠপোষকতায় ত্রিপুরার রাজসভায় বাংলা ভাষা ও সাহিত্য চর্চার ইতিহাস সর্বজনবিদিত । ঐতিহাসিক রমেশচন্দ্র

মজুমদার লিখেছেন - "...ত্রিপুরায় বাংলা ভাষায় কয়েকটি ঐতিহাসিক গ্রন্থ রচিত হইয়াছিল। ইহাদের মধ্যে সর্বাগ্রে উল্লেখযোগ্য 'রাজমালা'; এই গ্রন্থে আদিকাল হইতে শুরু করিয়া আষ্টাদশ শতাব্দী পর্যন্ত ত্রিপুরা রাজ্যের ধারাবাহিক ও বিশদ ইতিহাস লিপিবদ্ধ হইয়াছে।" (বাংলা দেশের ইতিহাস, মধ্যযুগ পৃ. ৪১৭) রাজবংশের ইতিহাস রচনার প্রয়োজনেই ত্রিপুরার রাজসভায় বাংলা ভাষা-সাহিত্যের চর্চা দেখা দিয়েছিল। রাজকাহিনি রচনা সভা-সাহিত্যের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। ভারতবর্ষের অনেক রাজসভাতেই সভাকবিদের দিয়ে রাজবংশের ইতিহাস রচনা করে তা পাঠ ও শ্রবণ করার প্রথা দেখা যায়। ত্রিপুরার রাজসভায় ধর্মমাণিক্যের (১৪৩১-১৮৬২) সময় থেকে শুরু করে পরবর্তী প্রায় চার-পাঁচশো বছর ধরে বিভিন্ন রাজার রাজত্বকালে একাধিক সভাকবিকে দিয়ে কাব্যাকারে বাংলা ভাষায় রাজবংশের ইতিহাস রচিত হয়েছিল (তদেব পৃ. ৪৭৩)। ভিন্ন ভিন্ন পর্বে রচিত শ্রীরাজমালা কাব্যটি সবশুদ্ধ চারটি লহরে (খণ্ড) বিভক্ত। ত্রিপুরার সাহিত্যকেন্দ্রিক অলোচনায় শ্রীরাজমালা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ। সুবৃহৎ এই গ্রন্থটিতে ত্রিপুরার রাজতন্ত্রের ধারাবাহিক ইতিহাসের ফাঁকে ফাঁকে সমকালীন বৃহত্তর ত্রিপুরার আর্থ-সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস বর্ণিত হয়েছে।

যুগশৈলী ও প্রেক্ষাপটঃ

ত্রিপুরার রাজসভায় রচিত শ্রীরাজমালা কাব্যটি মধ্যযুগের যুগশৈলী অনুসরণে রচিত। বিশেষ করে মঙ্গলকাব্য ধারার যুগশৈলীর সঙ্গে এই কাব্যের শৈলী অনেকটাই সাদৃশ্যপূর্ণ। বিস্তৃত মধ্যযুগের বিভিন্ন সময়কালে কাব্যটির লহরগুলি রচিত হয়েছে। অবশ্য একই যুগের পটভূমিতে আবির্ভূত হওয়ার ফলে প্রত্যেক লহরের কবি তাঁর কাব্য-রচনার ক্ষেত্রে যুগনির্ধারিত শৈলীর অনুসরণ করেছেন। ফলে তাঁদের রচনায় দেখা গেছে একধরনের সাধারণ ছাঁদ ও ভাষারীতি। ত্রিপুরার রাজন্যবর্গের ইতিহাস নিয়ে কাব্যটি রচিত হওয়ার ফলে প্রতিটি লহরের বিন্যাস ও আখ্যানগত বিস্তারে দেখা যায় একই ধরনের সাধারণ ঐক্য। প্রত্যেক লহরের কবি সুনির্দিষ্ট পৌরাণিক আদর্শেরও অনুসরণ করেছেন। যুগের প্রেক্ষাপট এবং কাব্যটির বর্গগত (generic) সামঞ্জস্য রচনার সুনির্দিষ্ট যুগশৈলীর ছাঁদ নির্মাণ করেছে।

মধ্যযুগের বিস্তৃত সময়কালে যে সমস্ত কাব্য রচিত হয়েছিল, সেখানে অধিকাংশ কাব্যের মধ্যে (বিশেষ করে মঙ্গলকাব্য) একই ধরনের নির্দিষ্ট কতগুলি যুগলক্ষণ প্রকাশিত হয়েছে। ফলে খুব সঙ্গত কারণেই কাব্যগুলোতে ঘটনা বা আখ্যান বিন্যাসে সামঞ্জস্য বা ঐক্য দেখা যায়। শ্রীরাজমালা কাব্যটিও এই ধারা থেকে ব্যতিক্রম নয়। মধ্যযুগের কাব্য বৈশিষ্ট্যের অধিকাংশ বৈশিষ্ট্যই এই কাব্যে বিদ্যমান। বিষয়গত দিক থেকে অলৌকিকতা, বৈষ্ণবীয় প্রভাব, পৌরাণিক প্রসঙ্গ এবং লোকায়ত পরিমণ্ডল কাব্যের সাধারণ বিন্যাস গড়ে তুলেছে। আঙ্গিকের দিক থেকে কাব্যটিতে এক সাধারণ রূপায়ণ পদ্ধতি অনুসৃত হয়েছে।

শ্রীরাজমালা কাব্যটিতে মধ্যযুগের সাহিত্যের যুগলক্ষণের বেশকিছু চিহ্নিত বৈশিষ্ট্য রয়েছে। বর্তমান নিবন্ধে রচনাশৈলীর আলোচনায় মিল ও পুনরুক্তি, চরণের অন্তমিল, শব্দদ্বৈত, প্রশ্ন ও নেতিবাক্য, ক্রিয়ার প্রয়োগ, পূর্বকথা ও উত্তরকথা পদ্ধতির ব্যবহার, ইত্যাদি বিষয়গুলি আসবে।

মিল ও পুনরুক্তিঃ

ভাষিক উপাদানের পুনরুক্তি বা পুনরাবর্তন প্রায়ই কাব্যটিতে শৈলীগত প্রকৌশল হয়ে উঠেছে। মিলের সুমিত ও সংযত ব্যবহার রচনাটির সৌন্দর্য বাড়িয়ে তুলেছে। অবশ্য এই মিল শুধুমাত্র চরণান্তিক (rhyme) মিল নয়, এই মিল ঘটেছে চরণের বিভিন্ন ধ্বনি বা দলের মধ্যেও। এক্ষেত্রে এই মিলের নাম অনুপ্রাস (alliteration), অলংকার শাস্ত্রে যা একটি স্বীকৃত পরিভাষা। শ্রীরাজমালা কাব্যে অনুপ্রাস ঘটিত মিলের প্রয়োগ আছে, আর ধ্বনি মিলের প্রয়োগ এই কাব্যের প্রতিটি লহরেই বর্তমান। যথা -

১। দ্বিজ দম্পতি বিধি অশ্ব নৌকা মত আদি

দান দিলে দানি দ্বিজ তরে ।।(চতুর্থ লহর)

২। বৃষভ বাহন ভস্ম বিভূষিত অঙ্গ ।
শরেতে পিঙ্গল জটা গঙ্গার তরঙ্গ ।। (প্রথম লহর)

৩। যেই স্থানে যেই যুদ্ধা সেই স্থানে দিল।
(তৃতীয় লহর)

৪। অমরাবতী মহাদেবী সতী পতিমতি ।
তান গর্ভে চারি পুত্র যোগ্যবান অতি ।।
(তৃতীয় লহর)

৫। পুণ্যবতী মতী সতী শ্লোকে অনুক্রমে ।
(দ্বিতীয় লহর)

চরণের অন্ত্যমিলে চমক ঘটাতে প্রত্যেক লহরের কবির স্বভাব দক্ষতা সক্রিয় । চরণের সমাপ্তিতে একই ধ্বনিপুঞ্জের পুনরাবর্তন পাঠকের মনে জাগিয়ে তুলে প্রত্যাশা, যেমন –

১। বাক্যে বৃহস্পতিসম শুক্র তুল্য জ্ঞান ।
নানাবিধ যন্ত্র শিক্ষা তালে ছিল জ্ঞান ।।
(প্রথম লহর)

২। রাজমালিকা আর যোগিনী মালিকা ।
বারণ্যকায় নির্ণয়াদি লক্ষণ মালিকা ।।
(প্রথম লহর)

৩। দুই বাহু হৃদয়েতে অন্য বস্ত্রে পোছে ।
নাভি আদি দুই পদ অন্য বস্ত্রে পোছে ।।
(প্রথম লহর)

অবশ্য অনিবার্যতার মধ্য দিয়ে প্রত্যাবর্তন ঘটলে মিলের চমৎকারিত্ব অনেক সময় হারিয়ে যায় । অপ্রত্যাশিত শব্দকে আশ্রয় করে মিলের নকশা গড়ে উঠলে শৈলীগত দিক থেকে তা হয়ে ওঠে সার্থক এবং চমকপ্রদ । শ্রীরাজমালা কাব্যেও এর নমুনা পাওয়া যায় । যেমন -

১। ম্লেচ্চ কোচ আদি সবে রাজ্য আসি লৈল।
বৃদ্ধ বয়সে আমার বিঘ্ন উপজিল ।।
(প্রথম লহর)

২। বলবন্ত মুকুট মাণিক্য মহাবীর ।
বহু দিন রাজ্য কৈল হইয়া সুস্থির ।।
(প্রথম লহর)

৩। তিন দিন রাখিলেখ বান্ধিয়া গোমতী ।
পর দিন ভাঙ্গি নদী হৈয়া বেগবতী ।।
(দ্বিতীয় লহর)

৪। সেই আঘাতে স্তম্ভ কাটা গেল চতুর্থাংশ ।
শব্দ গেল নৃপকর্ণে যেন বাজে কাংশ ।।
(তৃতীয় লহর)

কাব্যটিতে সর্বনামীয় পদের পুনরাবৃত্তি একটি অনুকরণীয় লক্ষণ হয়ে দেখা দিয়েছে –

১। কেহ ভয়ে কেহ প্রীতে কেহ মান্যে দিল।
(তৃতীয় লহর)

২। কেহকে করিল বশ নিজ বাহুবলে ।
কেহরে করিল বশ প্রীতি কুতূহলে ।।
(তৃতীয় লহর)

৩। কেহ শান্ত হৈতে আছে কেহ জল খায় ।
জল পিয়া হস্তী ঘোড়া সকল শান্তায় ।।
(দ্বিতীয় লহর)

৪। কেহ হস্তী কেহ ঘোড়া সুবর্ণাদি দান ।
(তৃতীয় লহর)

অনেক সময় ক্রিয়ার পুনরাবর্তন কাব্যের বিভিন্ন পংক্তির মধ্যে সংলগ্নতার (cohesiveness) সেতুবন্ধ সৃষ্টি করেছে, যেমন -

১। দোল মঞ্চ নির্ম্মাইল তার পূর্ব্ব দিগে ।
দুর্গা গৃহ নির্ম্মাইল সন্নিকট ভাগে ।।
(তৃতীয় লহর)

২। মঠ মধ্যে পাথরের লিখিল এই শ্লোক ।
পয়ারে লিখিল শ্লোক বুঝিবারে লোক ।।
(দ্বিতীয় লহর)

৩। সরাইল পথে আইসে যুদ্ধ সৈন্য লৈয়া ।
কৈলাগড় হৈয়া আইসে বিশালগড় দিয়া ।।
(দ্বিতীয় লহর)

৪ । পাত্র মিত্র মন্ত্রিগণ রহে আগুসারি ।
দুই পার্শ্বে সৈন্য সেনা রহে অস্ত্রধারী ।।
(তৃতীয় লহর)

৫। উরুতে লাগিয়া হানা পিছলিয়া যায় ।
পেটেতে লাগিয়া হানা রক্ত বহে তায় ।।
(তৃতীয় লহর)

ক্রিয়ার প্রয়োগের ক্ষেত্রে কাব্যটিতে অভিনবত্বের পরিচয় পাওয়া যায় । সমাপিকা ক্রিয়ার পুনরাবর্তন যেমন কাব্যের গঠনে সংলগ্নতার সৃষ্টি করেছে, অন্যদিকে অসমাপিকা ক্রিয়ার প্রয়োগ বৈচিত্র্য কাব্যের বিন্যাসে এনেছে নতুনত্ব । অনেক ক্ষেত্রে চরণের

অন্ত্যমিল অসমাপিকা ক্রিয়ার পরস্থাপনার (post posing) মাধ্যমে সম্পন্ন হয়েছে । ফলে অন্ত্য অবস্থানে ধ্বনি মিলের পাশাপাশি তৈরি হয়েছে ব্যাকরণিক মিল । যেমন -

১। গোবিন্দদেব নৃপতির আদেশ পাইয়া ।
বৈকুণ্ঠ পুরেতে চলে মৃত রাজা লৈয়া ।।
(তৃতীয় লহর)

২। পাত্র মিত্র সকলে তোমাকে আকাঙ্ক্ষিয়া ।
আমা সবে পাঠাইছে এই নিবেদিয়া ।।
(দ্বিতীয় লহর)

৩। তোমা পিতা মহামাণিক্য শীতলা হইয়া ।
বৈকুণ্ঠ নিবাসী হৈল পঞ্চ সুত রাখিয়া ।।
(দ্বিতীয় লহর)

৪ । পিতা পুত্র দুই জন পিঞ্জরে ভরিয়া
উদয়পুরে লৈয়া গেল ত্বরিত করিয়া ।।
(তৃতীয় লহর)

৫। জগন্নাথ পুরেতে রাজা পুরী নির্ম্মাইয়া ।
সেই স্থানে পুষ্কর্ণী এক খনন করিয়া ।।
(চতুর্থ লহর)

অসমাপিকা ক্রিয়াগুচ্ছের (verb phrase) পূর্বস্থাপনাও বিশেষ লক্ষণীয় । এ ধরনের সজ্জার মাধ্যমে সংগঠন হয়ে ওঠে মুখ্যত ক্রিয়া-কেন্দ্রিক (verb centric) ।

১। কাল বশ হৈয়া রাজা ত্যাগিয়া পৃথিবী প্রজা
স্বর্গে গেল রাম নাম লৈয়া ।।
(চতুর্থ লহর)

২। পতি মুখ দরশিয়া শোকেতে আকুল হৈয়া
পুনঃ পুনঃ আক্ষেপ করয়ে ।।
(চতুর্থ লহর)

৩। রাজার আদেশ পাইয়া সর্ব্ব সৈন্য সাজাইয়া
চলিলেক গোবিন্দ নারায়ণ।
(তৃতীয় লহর)

বাক্যিক বিন্যাসে একই কর্তা অনেকক্ষেত্রে একাধিক বাক্য বা বাক্যাংশকে সংযুক্ত করেছে। যেমন -

১। রাজার মরণ দেখি জলপূর্ণ হৈল আক্ষি
আক্ষেপেএ রাণী রত্নাবতী ।
(চতুর্থ লহর)

২। রত্নমাণিক্য পুন হৈল নরেশ্বর ।
দ্বিজে ভূমি দান রাজ্য শাসন তৎপর ।।
(চতুর্থ লহর)

৩। মহাভারত আদি করি যতেক পুরাণ ।
শুনিয়া নৃপতি দিল দক্ষিণা প্রমাণ ।।
(চতুর্থ লহর)

৪। শ্রীধন্যমাণিক্য রাজা হৈয়া নরপতি ।
বৎসরেক হেন মতে পালিলেক ক্ষিতি ।।
(দ্বিতীয় লহর)

পদের গঠনগত উপাদানের মতো বাক্য এবং বাক্যাংশের পুনরুক্তিও কাব্যে সহজলভ্য -

১। সেই পথে লক্ষী নারায়ণ ভঙ্গ দিয়া গেল ।
সেই পথে গোবিন্দ দেব সসৈন্যে চলিল ।।
(তৃতীয় লহর)

২। উদয়পুর হতে খাঁ শ্রীহট্টে আসিল।
সেই কালে মুছে লস্কর ছাড়িয়া যে দিল ।।
সেই কালেতে অমরমাণিক্য নৃপতি ।
(তৃতীয় লহর)

৩। মনু নদী সীমানা তক বাটাতে আছিল ।
মনু নদী পার হৈতে ফিরি তথা গেল ।।
(দ্বিতীয় লহর)

৪। দাউদপুরে নৌকা পথে চলে শীঘ্রগতি ।।
দাউদপুর ঘাটে গিয়া নৌকা লাগাইল ।
দাউদপুর জমিদার সে ঘাটে মিলিল ।।
(তৃতীয় লহর)

৫। এক ভাগ ফৌজ গেল গোমতী নদী দিয়া ।
আর ভাগ ফৌজ আইসে নুরনগর হৈয়া ।।
(চতুর্থ লহর)

শব্দদ্বৈতঃ

এই কাব্যে শব্দদ্বৈতের বহুল ব্যবহার চোখে পড়ে। এই শব্দদ্বৈতের (reduplicated structure) কাব্যে অনেক সময় গতিময় চিত্রকল্পের সৃষ্টি হয়েছে । পাশাপাশি এগুলো বহুত্ববাচক প্রত্যয় । যেমন -

১। উচ্চ নীচ পথ করি লঙ্ঘিয়া বহুল গিরি
থরে থরে সৈন্যের গমন ।।

(তৃতীয় লহর)

২। চন্দ্রকলা দিনে দিনে যেন বৃদ্ধি পায় ।
ক্রমে ক্রমে কার্য্য যোগ্য হৈল নৃপ রায় ।।
(প্রথম লহর)

৩। অন্ন কষ্টে বহু সৈন্য পথে পথে মরে ।
(তৃতীয় লহর)

৪। মঘ সৈন্য পাছে পাছে আসিল সকলি ।
(তৃতীয় লহর)

৫। কাটিতে কাটিতে যায় নৃপতি নন্দন ।
(তৃতীয় লহর)

৬। মহিষ ছাগল গব খায় পুঞ্জে পুঞ্জে ।
(প্রথম লহর)

৭। এক এক সেনা আগে এক এক বসিক ।
(দ্বিতীয় লহর)

প্রশ্ন ও নেতিবাক্যঃ

এই কাব্যের প্রতিটি লহরে প্রশ্ন ও নেতিবাক্যের সমান্তরাল বিন্যাস দেখতে পাওয়া যায় । রাজসভায় পাঠ করে শোনার উদ্দেশ্যে কাব্যটি রচিত বলে বক্তা ও শোতার প্রসঙ্গটি বার বার ঘুরে ফিরে এসেছে । আখ্যানধর্মী এই রচনায় সংলাপধর্মী অধিবাচনের রীতি আরোপ করার উদ্যোগ চোখে পড়ে । মধ্যযুগের কাব্যে সুনির্দিষ্ট যতিচিহ্নের প্রয়োগ ছিল না । ফলত সংলাপের নিজস্ব টোন (t o n e) বাক্যের প্যাটার্নে প্রশ্নের আদলকে সুস্পষ্টভাবে চিহ্নিত করে । উদাহরণস্বরূপ -

১। কোলাহল কি কারণে বাড়াইতে চাহ ।
নখে ছেদি বৃক্ষে কেন কুঠার লাগাহ ।।
(দ্বিতীয় লহর)

২। কুগন্ধা পত্নীতে কেন এত শ্রদ্ধা কর ।
সুগন্ধা নারীকে কেন প্রাণেতে সংহার ।।
(দ্বিতীয় লহর)

৩। এহা ভাবি গেল তারা ধাত্রী আছে যথা ।
জিজ্ঞাসিল ধন্য তুমি রাখিয়াছ কোথা ।।
(দ্বিতীয় লহর)

৪। দান ধর্ম্ম না দেখিল আগম পুরাণ ।
বেদ শাস্ত্র না পঠিল নাহি কোন জ্ঞান ।।
(প্রথম লহর)

৫। শ্রী ধর্ম্মমাণিক্য রাজা পুনঃ জিজ্ঞাসিল ।
রাজ পুত্র একাদশে কিমতে বঞ্চিল ।।
(প্রথম লহর)

আঙ্গিকের দিক থেকে এই কাব্যের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হলো 'পূর্বকথা' (flash back) ও উত্তরকথা (flash forward) পদ্ধতির ব্যবহার । এই বৈশিষ্ট্যটি মধ্যযুগের অন্যান্য কাব্যেও বর্তমান । যেমন -

পূর্বকথাঃ

১। শ্রেণীক্রমে কহ তুমি সে সব কথন ।
যে মতে শাসিল রাজ্য প্রজার পালন ।।
(দ্বিতীয় লহর)

২। শুন দেব মহারাজ অদ্ভুত কাহিনি ।
রাজ্য লোভে ভ্রাতৃবধ করিল আপনি ।।
(চতুর্থ লহর)

৩। বীর দর্পে খেলা করে অতি সুলক্ষণ ।
রাম দাস নাম তোমার আছিল তখন ।।
(দ্বিতীয় লহর)

৪। অমর মাণিক্য রাজা পুন জিজ্ঞাসিল।
রাজ ঔরসে আমা জন্ম কিমতে হইল ।।
(দ্বিতীয় লহর)

৫ । তার পরে যত রাজা হৈছে ত্রিপুরাতে ।
তা সবার কি বা কীর্ত্তি কহত আমাতে ।।
(তৃতীয় লহর)

উত্তরকথাঃ

১। ত্রিপুরের পত্নী গর্ভে জন্মের কারণে ।
ত্রিপুরের রাজা তাকে কবে সর্বজনে ।।
(প্রথম লহর)

২। তোমা সবে দিব আমি এক মহারাজা ।
আমার তনয় হইয়া পালিবেক প্রজা ।।
(প্রথম লহর)

৩। বালক হইয়া বুদ্ধি প্রকাশিল এত ।
রাজ্যাধিপ হৈব সে যে জানিল সতত ।।
(প্রথম লহর)

৪। যাহা জিজ্ঞাসিলা নৃপ বলি তত্ত্ব সার ।
জন্মিব বিশিষ্ট রাজা বংশে ত্রিপুরার ।।
(প্রথম লহর)

৫। আমার অঙ্গুরী হিরা যখনে দেখিবা ।
তবে সে আসিবা তুমি প্রত্যয় করিবা ।।
(দ্বিতীয় লহর)

শ্রীরাজমালা কাব্যে প্রতিটি লহরের আখ্যানধর্মী রচনায় সংলাপধর্মী অধিবাচন প্রয়োগের একটি সাধারণ রীতি লক্ষ্য করা যায়। যেমন -

১। রণচতুরে বোলেন শুন মহারাজ ।
তোমা জন্ম যেই মতে বলি সভা মাঝ ।।
(দ্বিতীয় লহর)

২। সিদ্ধান্তবাগীশ কহে কর অবধান ।
যাহা দেখি শুনিয়াছি বলিব আখ্যান ।।
(তৃতীয় লহর)

৩। তার পর যেন হৈল শুন মহারাজ ।
বিধি নিয়োজিত কর্ম্ম হইলেক কাজ ।।
(তৃতীয় লহর)

৪। সিদ্ধান্তবাগীশ কহে কর অবধান ।
রসাঙ্গের যুদ্ধে রাজা করে অনুষ্ঠান ।।
(তৃতীয় লহর)

৫। যাহা শুনিয়াছি,যাহা দেখিল আপন ।
সেই সব কহি আমি শুনহ রাজন।।
(চতুর্থ লহর)

মধ্যযুগের অন্যান্য সাহিত্যের মতো এই কাব্যে লোকায়ত জীবন ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের ছাপ পড়েছে । লৌকিক জীবনের ছবি আঁকতে গিয়ে প্রত্যেক লহরের কবি লৌকিক বাগ্‌ভঙ্গি ও প্রবাদ-প্রবচন ব্যবহার করেছেন । যথা -

১। ধন সম্পদ লোকের কিছু নাহি থাকে ।
কীর্তি সজীব হয়ে দেখে সর্বলোকে ।।
(চতুর্থ লহর)

২। অসাধুর পথে কষ্ট সাধু পথে ভাল।
ধর্মে রক্ষা করে সাধু না ঘটে জঞ্জাল।।
(প্রথম লহর)

৩। সৎসঙ্গে বহুরঙ্গে থাকিব রাজন।
অসৎপন্থগামী হৈলে ত্বরিতে পতন ।।
(চতুর্থ লহর)

৪। রাজসিক ভাব যদি রাজার না হয় ।
অতি শিষ্ট হৈলে রাজা জীবন সংশয় ।।
(দ্বিতীয় লহর)

৫। ধনসম্পদ লোকের কিছু নাহি থাকে ।
কীর্ত্তি সজীব হয়ে দেখে সর্ব লোকে ।।
(চতুর্থ লহর)

আঞ্চলিক শব্দপ্রয়োগঃ

কাব্যের প্রতিটি লহরে তৎসম ও তদ্ভব শব্দের ব্যবহারের পাশাপাশি অসংখ্য আঞ্চলিক শব্দের প্রয়োগ ঘটেছে । মধ্যযুগের অধিকাংশ কাব্যে আমরা আঞ্চলিক শব্দের প্রয়োগ লক্ষ্য করি, রাজমালা কাব্য তার ব্যতিক্রম নয় । যেমন -

১। তৈতানব পাড়া নাম ত্রিমুনি জাগার ।
(প্রথম লহর)

২। ঘোঙ্গা আলু খাইল ঘোঙ্গি মোড়া নাম হৈল ।।
(তৃতীয় লহর)

৩। পথেত শুনিল রাজা উজির মরিছে ।
(দ্বিতীয় লহর)

৪। আর চোট মারিছিল খড়্গা যে ভাঙ্গিল ।
(দ্বিতীয় লহর)

৫। মেহারকুলের গড় ছাড়িছি তৎপর ।
(দ্বিতীয় লহর)

৬। মাচাঙ্গের নীচে হৈতে ধন্যকে আনিছে ।
(দ্বিতীয় লহর)

আলোচনার শেষে বলা যায় যে, কোনো সমাজকে যেমন তার বিবর্তনধারা থেকে পৃথক করে বিচার করা যায় না, তেমনি কোনো বিশেষ কালের সাহিত্যকেও তার নিজস্ব কাল-পরিবেশ থেকে আলাদা করে বিচার করা চলে না । মধ্যযুগে সাহিত্যের যে শৈলী গড়ে উঠেছিল, সেই যুগশৈলীর প্রেক্ষাপটে শ্রীরাজমালা কাব্যের শৈলীগত আলোচনা করা হলো ।

গ্রন্থঋণঃ

১। মজুমদার, অভিজিৎ , চণ্ডীমঙ্গল (আখেটিক খণ্ড), সংগঠন ও শৈলী বিচার, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ ২০০৫ ।

২। চট্টোপাধ্যায়, গিরীন্দ্রনাথ, শৈলীবিজ্ঞানের মানদণ্ডে কয়েকটি বাংলা কবিতা, প্রজ্ঞাবিকাশ, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ ২০১২ ।

৩। চট্টোপাধ্যায়, গিরীন্দ্রনাথ, শৈলীবিজ্ঞান পরিচিতি, প্রজ্ঞাবিকাশ, কলকাতা, পুনর্মুদ্রণ ২০১২ -২০১৩

৪। বন্দ্যোপাধ্যায়, দেবনাথ, রাজসভার কবি ও কাব্য, বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, কলকাতা, পুনর্মুদ্রণ ২০০৮।

৫। মজুমদার, পরেশচন্দ্র, অভিজিৎ, বাংলা সাহিত্যপাঠ শৈলীগত অনুধাবন, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ ২০১০ ।

৬। চক্রবর্তী, বিপ্লব, শৈলী চিন্তা চর্চা (সম্পাদিত), রত্নাবলী, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ ২০০৩ ।

৭। মজুমদার, রমেশচন্দ্র, বাংলা দেশের ইতিহাস (মধ্যযুগ) জেনারেল প্রিন্টার্স, কলকাতা, ষষ্ঠ সংস্করণ ২০০৩ ।

৮। চক্রবর্তী, সুধীর, বুদ্ধিজীবীর নোটবই (সম্পাদিত), বিপ্লব চক্রবর্তী, শৈলী, পৃ. ৪২৯, পুস্তক বিপণি, কলকাতা, দ্বিতীয় সংস্করণ ২০১১ ।